বৈষ্ণব সে[illegible]আরতি-কীর্ত্তন

পদাবলী

ও

নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি

প্রত্যহ সন্ধ্যা আরতি ও মঙ্গল আরতি কীর্ত্তনের
সংক্ষিপ্ত পর্য্যায় ও নিত্যক্রিয়া প্রভৃতি বৈষ্ণবের
বিশেষ আবশ্যকীয়)

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারার্থ

নবদ্বীপ ও রাধাকুণ্ডবাসী

শ্রীব্রজমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

চতুর্থ সংস্করণ

১৩৩৯ সাল

মূল্য ৵০ আনা

প্রকাশক—শ্রীব্রজমোহন দাস
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

প্রিণ্টার—শ্রীরজনীকান্ত রাণা
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভূমিকা

শ্রীবৈষ্ণবগণের নিত্য আবশ্যকীয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা মুদ্রিত করিতে প্রথমতঃ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় স্বীয় অর্থ সাহায্যে "বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও প্রেস" হইতে ক্রমে তিনবার মুদ্রিত করিয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বারের মুদ্রণ ব্যয়টী শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত দাদা মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইল। এই সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক লীলাগান-পদ্ধতি গুলিও সুপ্রচারিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় তাহা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। এই কার্য্যে ভক্তগণের সহানুভূতি উপলব্ধি করিলেই বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি—২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল।

শ্রীবৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীব্রজমোহন দাস,
শ্রীধাম নবদ্বীপ,
প্রাচীন মায়াপুর।

শ্রীবৈষ্ণব-সেবা-আরতি-কীর্ত্তন-পদাবলীর

সুচীপত্র

ভ্রম সংশোধন

পত্রা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	১৮	কর্ত্তনীয়	কীর্ত্তনীয়
৫০	১৭	মরাহি	মরনহি
৬১	৩	(সংকীর্ত্তন আরম্ভে) বিষয়টী	

পঞ্চম পঙ্‌ক্তি (অদ্বৈতের হুঙ্কারের) প্রথমে বসিতে হইবে।

তিনটী কৈফিয়ৎ

১। বৰ্দ্ধমান—নূতনগঞ্জ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়, তদীয় নিজ ব্যয়ে এই **"সেবারতি-কীর্ত্তন-পদাবলী"** গ্রন্থখানা, ৪র্থ সংস্করণরূপে মুদ্রিত করিয়া, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার সাধন করিলেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তদীয় বিরচিত **"জাগো জাগোরে হিন্দু"** সম্বন্ধীয় একটী পদ এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত ও মুদ্রিত হইল। অতএব বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আমার এই ত্রুটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

২। গ্রন্থের প্রথমভাগে উক্ত শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের একখানা চিত্রপট সংযোজিত হইল। বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে কৃপা ও আশীর্ব্বাদ করিবেন,—"যেন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ইঁহার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়।" আর,

৩। "সেবারতি-কীর্ত্তন-পদাবলী"খানা প্রথমতঃ তিন আনায় বিক্রয় করারই কথা ছিল; কিন্তু এই গ্রন্থে বৈষ্ণবদের অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য ৵০ আনার পরিবর্ত্তে ।৵০ পাঁচ আনা ধার্য্য হইল।

নিবেদন ইতি ১০ই পৌষ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

নিবেদক—

শ্রীব্রজমোহন দাস

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর
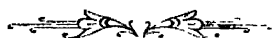
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা আরতি

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তনে মধুরস ধ্বনি ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥
বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।
শতকোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাকে করজোড় করে
সহস্র বদনে ফণী মণি ছত্র ধরে ॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব-ভরে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢোলাওয়ে ॥
বীরবল্লভ দাস শ্রীগৌর চরণে আশ।
জগ ভরি রহু গোরার মহিমা প্রকাশ।

শ্রীশ্রীরাধিকাজীউর সন্ধ্যা আরতি

২

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাউ বলিহারি ॥ ধ্রু ॥
পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী।
সিঁথিপর সিন্দুর যাউ বলিহারি ॥
বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গোরী।
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝল মল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি
চূয়া চন্দন অঙ্গে দেই ব্রজবালা।
বৃষভানু রাজনন্দিনীর বদন উজালা ॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহি ললিতা আলি ॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢোলাওয়ে ॥
রাধাপদ পঙ্কজ ভকত কি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা ॥

শ্রীশ্রীগোপালজীউর সন্ধ্যা আরতি

৩

হরত সকল সন্তাপ জনমকো,
মিটত তলপ যম কালকি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি॥ ধ্রু॥
গোঘৃত রচিত কর্পূর কি বাতি,
ঝলকত কাঞ্চন থাল কি।
চন্দ্র কোটি কোটি, ভানু কোটি ছবি,
মুখ শোভা নন্দদুলাল কি॥
চরণ কমলপর নূপুর বাজে,
উরে দোলে বৈজয়ন্তী মাল কি।
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোহে,
বাজত বেণু রসাল কি॥
সুন্দর লোল কপোলন কিয়ে শোভা,
নিরখত মদন গোপাল কি॥
সুর নর মুনিগণ করতঁহি আরতি,
ভকত বৎসল প্রতিপালকি॥
বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি।
অঞ্জলি কুসুম গুলালকি॥
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামি,
মোহন গোকুল লালকি॥
আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপালকি।
মদন গোপাল জয় জয় যশোদা দুলালকি।

যশোদা দুলাল জয় জয় নন্দ দুলালকি ।
নন্দ দুলাল জয় জয় গিরিধারী লালকি ।
গিরিধারী লাল জয় জয় রাধারমণ লালকি ।
রাধারমণ লাল জয় জয় রাধা বিনোদ লালকি ।
রাধা বিনোদ লাল জয় জয় রাধাকান্ত লালকি ।
রাধাকান্ত লাল জয় জয় গোবিন্দ গোপালকি ।
গোবিন্দ গোপাল জয় জয় গৌরগোপালকি ।
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলালকি ॥
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়ালকি ।
নিতাই দয়াল সীতাঅদ্বৈত দয়ালকি ।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপালকি ॥

৪

নমো নম তুলসী মহারাণী,
বৃন্দা মহারাণী নমো নম ॥
নমরে নমরে মাইয়া নম নারায়ণী ॥ ধ্রু ।
যাকো দরশে পরশে অঘ নাশই,
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি ॥
যাকো পত্র মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি চরণ কমলে লেপটানি ॥
ধন্য তুলসী (মাইয়া) কোন তপ কিয়ে,
শ্রীশালগ্রাম মহা পাটরাণী ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি,
ফুলন কিয়ে বরখা বরখানি ॥

ছাপান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।
শিব সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিক,
ঢূঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।
চন্দ্রশেখর মেয়্যা তেরা যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী।

নমো নম তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী,
রাধাকৃষ্ণ পদ পাব, এই অভিলাষী
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
এই মনের অভিলাষ ; .
বিলাস কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি।
এই নিবেদন ধর সখীর অনুগা কর !
সেবা অধিকার দিয়া কর নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণদাসে কয় এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

৫

শ্রীজয় দেবী (গুর্জ্জরী)

হরি—শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল হে, ধৃত কুণ্ডল হে,
কলিত ললিত বনমাল। জয় জয় দেব হরে ॥ ধ্রু
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল,
জয় যশোদা দুলাল ভজ নন্দদুলাল,
জয়জয় দেব হরে ॥

হরি—দিনমণি মণ্ডল মণ্ডন হে, ভব খণ্ডন হে,

মুনিজন মানস হংস ॥ জয় জয় দেব হরে ।

হরি—কালীয় বিষধর গঞ্জন হে, জন রঞ্জন হে

যদুকুল নলীন দীনেশ । জয় জয় দেব হরে ।

হরি—মধু-মুর-নরক বিনাশন হে, গরুড়াসন হে,

সুরকুল কেলি নিদান ॥ জয় জয় দেব হরে ।

হরি—অমল কমল দল লোচন হে, ভব মোচন হে,

ত্রিভুবন ভবন নিধান ॥ জয় জয় দেব হরে ।

হরি—জনক সুতাকৃত ভূষণ হে, জিত দূষণ হে,

সমরে শমিত দশকণ্ঠ ॥ জয় জয় দেব হরে ।

হরি—অভিনব জলধর সুন্দর হে, ধৃত মন্দর হে,

শ্রীমুখ চন্দ্র চকোর॥ জয় জয় দেব হরে ।

হরি—তব চরণে প্রণতাবয় মিতি ভাবয় হে,

কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ জয় জয় দেব হরে ।

হরি—শ্রীজয়দেব কবেরিদং, কুরুতে মুদং

মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি ॥

জয় জয় দেব হরে ।

(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ ইত্যাদি)

পঞ্চতত্ত্বের গান

(ইমন্ কল্যাণী)

৬

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোর চন্দ্র, হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র,
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্ত চৌর,

প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধৌত চন্দ্র,
হা নাথ হাড়াইপণ্ডিত পুত্র,
বসু জাহ্নবা প্রাণ দয়ার্দ্রচিত্ত,
পদ্মাবতী সুত ময়ি প্রসীদ ॥
সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র,
হা নাথ শান্তিপুর লোকবন্ধু,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম দয়ার্দ্রচিত্ত,
শ্রীঅচ্যুত তাত ময়ি প্রসীদ ॥
রত্নাবতী নন্দন প্রেমপাত্র,
হা নাথ মাধব-আচার্য্য পুত্র,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমরস বিলাস,
হা শ্রীগদাধর, কৃষ্ণদংঘ্রি দাস ॥
শ্রীমন্নামাদি লীলার্দ্রচিত্ত,
শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-করুণৈক পাত্র,
হা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য,
শ্রীবাস পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ,
গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ,
হা শ্রীযশোদা-তনয় প্রসীদ,
শ্রীবল্লভীজীবনরাধিকেশ ॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী,
গান্ধর্ব্বিকা শ্রীবৃষভানুকুমারী !
হা শ্রীকীর্ত্তিদা-তনয়া প্রসীদ,
রাসেশ্বরী গৌরী বিশাখা-আলী ॥

নামমালা

৭

জয় জয় রাধামাধব, রাধামাধব রাধে,
জয়দেবের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা মদনগোপাল, রাধা মদনগোপাল রাধে,
সীতানাথের প্রাণধন হে,
জয় জয় রাধা গোবিন্দ, রাধা গোবিন্দ রাধে,
রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা গোপীনাথ, রাধা গোপীনাথ রাধে,
মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা মদনমোহন, রাধা মদনমোহন রাধে,
সনাতনের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা দামোদর, রাধা দামোদর রাধে,
জীবগোস্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধারমণ, রাধারমণ রাধে,
গোপালভট্টের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা বিনোদ, রাধা বিনোদ রাধে,
শ্রীলোকনাথের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা গিরিধারী, রাধা গিরিধারী রাধে,
দাসগোস্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর, রাধা শ্যামসুন্দর রাধে,
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে !
জয় জয় রাধাবল্লভ, রাধাবল্লভ রাধে,
হরিবংশের প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারী, রাধা বঙ্কবিহারী রাধে,
হরিদাস স্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধাকান্ত জয়, রাধাকান্ত জয় রাধে,
বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা মদন গোপাল রাধে। ইত্যাদি

অনন্তর কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া দেড় প্রহর রাত্রি
গত হইলে,—

বিহাগড়া-কীর্ত্তন

৮

জয় জয় গুরু গোসাঞির শ্রীচরণ সার।
যাহার কৃপাতে তরি এ ভব সংসার ॥
অন্ধপদ ঘুচিল যার করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈলা যেই জনে ॥
এ হেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়ে।
অনায়াসে যাব ভব সংসার তরিয়ে ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীবাস।
জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
এই ছয় গোসাঞি যার তার মুঞি দাস।
তাসবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস ॥
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ ॥
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যার প্রাণ।
কৃপা করি দেও মোরে প্রেমভক্তি দান ॥
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করি নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন ॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ ॥
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ।
কৃপা করি দেহ মোরে শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥

৯

শ্যাম অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা।
সুন্দর বসনে মুখ ঝাপিয়াছে আধ ॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের রেখা।
প্রভাতের ভানু যেন আসি দিল দেখা ॥
নাসায় বেশর দোলে মন্দ মন্দ চলে।
কোকিল নিন্দিত কণ্ঠে আধ আধ বোলে
পরম উল্লাস ভরে বন্ধু কথা রঙ্গে।
বৃন্দাবনে যায় ধনী সহচরী সঙ্গে ॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারি পানে চায়।
মাধবী কুঞ্জের মাঝে দেখে শ্যামরায় ॥
শ্যামের বামে দাঁড়াইল নবীন কিশোরী।
দুহুঁ মুখ শোভা হেরে যত সহচরী ॥
যার যেই সেবা তাহে হৈল নিয়োজিত।
মোহন সে রঙ্গ হেরি পুলকিত চিত ॥
রাই কানু ঘেরি ঘেরি যত সখীগণ।
আনন্দেতে দুহুঁ নাম করয়ে কীর্ত্তন ॥

১০

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে ॥ ধ্রু ॥

১ জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধে, জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধে,
জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধে ॥

২। জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধে, জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধে,
জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধে ॥

৩। জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধে, জয় জয় রাধা মদনমোহন
রাধে, জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধে ॥

৪। জয় জয় রাধা রমণ রাধে, জয় জয় রাধা রমণ রাধে,
জয় জয় রাধা রমণ রাধে ॥

৫। জয় জয় রাধা বিনোদ রাধে, জয় জয় রাধা বিনোদ রাধে,
জয় জয় রাধা বিনোদ রাধে ॥

৬। জয় জয় রাধা দামোদর রাধে, জয় জয় রাধা দামোদর রাধে,
জয় জয় রাধা দামোদর রাধে ॥

৭। জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধে, জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধে
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধে ॥

৮। জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধে, জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধে,
জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধে ॥

৯। জয় জয় রাধা রাসবিহারী রাধে,জয় জয় রাধা রাসবিহারী রাধে
জয় জয় রাধা রাসবিহারী রাধে ॥

১০। জয় জয় রাধামোহন রাধে, জয় জয় রাধামোহন রাধে
জয় জয় রাধামোহন রাধে ॥

১১। জয় জয় রাধাকান্ত জয় রাধে, জয় জয় রাধাকান্ত জয় রাধে,
জয় জয় রাধাকান্ত জয় রাধে ॥

১২। জয় জয় রাধা বল্লভ রাধে, জয় জয় রাধা বল্লভ রাধে,
জয় জয় রাধা বল্লভ রাধে ॥

১৩। জয় জয় রাধা মদনগোপাল রাধে, জয় জয় রাধা মদনগোপাল
রাধে, জয় জয় রাধা মদনগোপাল রাধে ॥

জয় জয় রাধা গোবিন্দ, জয় জয় রাধা গোবিন্দ,
জয় জয় রাধা গোবিন্দ, জয় জয় রাধা গোবিন্দ,
জয় জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধাকৃষ্ণ
রাধাকৃষ্ণ রাধে, জয় জয় রাধেকৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ রাধে ॥
প্রেম সে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই, চৈতন্য, অদ্বৈত,
শ্রীরাধারাণী কি জয় ইত্যাদি।
ইতি সন্ধ্যাকালীন সংক্ষিপ্ত কীর্ত্তন।

প্রভাতকালীন কীর্ত্তন।

স্মররে মন, গৌরচন্দ্র, নাগর বনোয়ারী।
নদীয়া ইন্দু, করুণা সিন্ধু, ভকত বৎসলকারী ॥ ধ্রু ॥
বদন চন্দ্র, অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি, ভানু কোটি, মুখ শোভা উজিয়ারি ॥
কুসুমে শোভিত চাঁচর চিকুর,
ললাটে তিলক, নাসিকা উজোর,
দশন মোতিম, অমিয়া হাস, দামিনী ধনোয়ারা ॥
মকর কুণ্ডল দোলত গণ্ড, মণিকৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ,
চন্দন বলয়া, রতন নূপুর, যজ্ঞসূত্রধারী ॥
মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
অরুণ বসন, করুণ বচন, জগজন মনোহারী ॥
ছত্র ধরত, ধরণী ধরেন্দ্র, গাওয়ত যশ ভকতবৃন্দ,

কমলা সেবিত পাদদ্বন্দ, বলি যাউ বলিহারী ॥
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ,
পতিত পাবন নিতাই চাঁদ প্রেমদানকারী ॥

ভজরে আমার মন গউর নিত্যানন্দ।
শান্তিপুর সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥
গদাধর শ্রীবাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ।
স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ ॥
হরিদাস বক্রেশ্বর সেন শিবানন্দ।
খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ ॥
পঞ্চ পুত্র সঙ্গে জয় রায় ভবানন্দ।
তিন পুত্র সঙ্গে জয় সেন শিবানন্দ ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
কৃপা করি দেহ গউর চরণারবিন্দ ॥ ইত্যাদি

৩

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজ তাহার উপরে ॥
আলসে অবশ অঙ্গ গোরা নটরায়।
কি কহব অঙ্গ শোভা কহনে না যায় ॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত সুধা দিয়া বিধি কৈলে নিরমাণে ॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসে।
বাসুদেব ঘোষে দেখে মনের হরিষে ॥

৪

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল॥
ময়ুর ময়ুরী রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যাও গোরা দ্বিজমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
করযোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিদ্রা যাও প্রভু আলস আবেশে॥

৫

উঠিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ বসিলা আসনে।
সুবাসিত জলে কৈলা মুখ প্রক্ষালনে॥
গা তোলহে অবধৌত ডাকে গোরারায়।
অদ্বৈত উঠিয়া নিত্যানন্দেরে জাগায়॥
দক্ষিণে নিতাই বর বামে গদাধর।
সম্মুখেতে শোভা করেন অদ্বৈত ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি আর যত প্রিয় ভক্তগণ।
আনন্দে হেরয়ে সবে ও চাঁদবদন॥
নরহরি গদাধর সংহতি বিহরে।
বাসুদেব ঘোষে তাহা কি কহিতে পারে॥

৬

মঙ্গল আরতি গউর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥

মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে
মঙ্গল গাওয়ত প্রেম তরঙ্গে ॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল ।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস ।
মঙ্গল গাওয়ত দীন কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের

(বিভাস)

১

নিশি অবশেষে, জাগি সব সখীগণ,
বৃন্দাদেবী মুখ চাই ।
রতি রস আলসে সুতি রহু দুহু জন,
তুরিতহি দেহ জাগাই ॥
তুরিতহি করহ পয়ান ।
রাই জাগাই, লেহ নিজ মন্দিরে,
যব নাহি হোয়ত বিহান ॥
শারী শুক পিক, সকল পক্ষিগণ,
সবহু মেলি দেহ জাগাই ।
জটিলা আগমন, সবহু মেলিভাখহ,
শুনইতে জাগব রাই ॥

বৃন্দার বচনে, সকল পক্ষিগণে,
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে, ঝারি লই ঠাড়ই,
হেরত গোবিন্দ দাস॥
(পরবর্ত্তী পদ গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

ভৈরবী

২

জাগহু বৃষভানুনন্দিনী, মোহন যুবরাজে॥ ধ্রু॥
অকরুণ পুন, বাল অরুণ, উদিত মুদিত, কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বি, চঞ্চরী পদমিনীক সদন সাজে॥
কি জানি সজনি, রজনী থোর, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে॥
ফুকারত হত, শোক কোক, জাগব অব সবহু লোক,
শুক শারীক, পিক কাকলী, নিধুবন ভরি গাজে॥
গলিত ললিত, বসন সাজ, মণিযুত বেণী, ফণী বিরাজ,
উচকোরক, রুচচোরক, কুচ জোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত, জলদ ভাঁতি, দোঁহে সুখে শুতি,
রহল মাতি,
জিনি ভাদর, রস বাদর, পরমাদর শেজে॥
বরজ-কুলজ-জলজ নয়নী, ঘুমল বিমল কমলবয়ানী,
কৃত লালিস, ভুজ বালিস, আলিস নাহি তেজে॥
টুটল কিয়ে, ফুল ধনু গুণ, কিয়ে রতি রণে, ভেল
তূণ শূন,
সময় মাঝে পড়ল লাজে, রতি পতি ভয়ে ভাজে॥

বিপতি পড়ল, যুবতিবৃন্দ, গুরুজন অতি কহব মন্দ,
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে ॥

৪

রাই জাগ রাই জাগ, সারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে ॥
রজনী প্রভাত হৈল, বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি, প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
শারী বলে ওহে শুক, গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥
শুক বলে শারী, মোরা পোষণীয়া পাখী।
জাগালে না জাগে রাই, ধরম কর সাখী ॥
ডালেতে বসিয়া শুক, করে উচ্চধ্বনি।
উঠিয়া বসিল তবে, রাধা বিনোদিনী ॥
গোকুলানন্দ বলে শুক, কি কার্য্য করিলি।
তমালে কনকলতা, কেন ছাড়াইলি ॥

৪। শেষ রজনী, কুসুম শেজে,
বৈঠল দুহুঁ জাগি।
অলস আবেশে রহল রাই
শ্যাম উরজ লাগি ॥
সহজে চতুরা, সব সখীগণ,
মিলল সময় জানি।
নিরখি দোঁহার, বদন কমল,
দিবস সফল মানি ॥

রতন প্রদীপ, ঘৃত সমযুত,
ধূপ অগুরু জ্বারি।
ললিতা লেওয়ত, স্বর্ণ ঝারি,
দেওয়ত নীর ঢারি ॥
মঙ্গল আরতি, কুসুম বরিষে,
গোকুল স্থকুমারী।
জয় জয়, বৃষ ভানু নন্দিনী,
জয় গিরিবর ধারি ॥
শ্রীযদু নন্দনে, ইহরস ভণে,
রূপের যাঁউ বলিহারি।
শ্রীবৃন্দাবনে, নিকুঞ্জ কাননে,
হেরত রাধা মুরারি ॥

৫। উঠিয়া সে বিনোদিনী, হেরি শেষ রজনী,
চমকিত চারিদিকে চায় ॥
প্রভাত জানিয়া ধনি, মনে সশঙ্কিত মানি,
পদচাপি বঁধুরে জাগায় ॥
উঠ হে নাগর বর, আলিস পরিহর,
ঘুমে না হইও অচেতন।
বিষম গোকুলের লোকে, হেন বেলে যদি দেখে,
কি বলিয়া বলিব বচন ॥
বাপ-শ্বশুর কুলে, উচ্চ দুই সমতুলে-
তাহে বোলাই কুলের কামিনী।

হেন মনে করি ভয়, পাছে কুলে কালি রয়,
লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী ॥
এই ত গোকুলের লোকে, কত কথা বলে মোকে,
ননদিনী পরমাদ করে।
যদি দেখে তুয়া সঙ্গে, হইবে কেমন রঙ্গে,
তবে কি রহিতে দিবে ঘরে ॥
আমি আর বলিব কি, না পারিয়া বিদায় নি,
সকলি গোচর রাঙ্গা পায়।
এ যদুনন্দন বলে, দুহুঁ ভাসে প্রেম জলে,
লোরে দুহু দেখিতে না পায় ॥
(পরবর্ত্তী পদ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

৬

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর ॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম লোচন ॥
তোমার পীত বাস আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া এলাঞা কবরী ॥
তোমার গলার বনমালা দেও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কইও সুধাইলে গোকুলে ॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরীতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন রাই তোমার বসতি ॥

১৬৯১৫৩ | তাং ২০|১১|১৩৬৯

৭

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
মঙ্গল সখীগণ জোরহি জোর॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত বিধুমুখ শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর
করত নির্ম্মঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি-ভবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল কিশোর॥
গাওয়ত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় ঢোর॥

৮

রাধে জয় জয় বলিয়ে সারী, নিধুবন ভরি গাজে।
নিধুবন ভরি গাজে সারী বৃন্দাবন ভরি গাজে॥
সারি বলে শুক, তোমারে কই,
রূপেতে কিশোরী হইল জয়ী,
কানু মনোহরা, রাধিকা মূরতি, পরাভব নটরাজে
নীল ওড়নী ঘুমটা টাননী,
কোটি শশী জিনি বদনখানি,
চরণে নূপুর, অতি সুমধুর, রুণু ঝুনু ঝুনু বাজে॥

আবির গোলাল, পাশা জলকেলী,
সকল সমরে তব বনমালী,
জিনিতে না পারে, আমার রাইরে,
হারিল সখীর মাঝে ॥
নিধুবনে রাজা, যে দিনে কিশোরী,
কোটালিয়া কর্ম্ম করেছিল হরি,
দোহাই শ্রীরাধার, বলে বার বার, নিয়োজিত
নিজ কাজে ॥
তোমার যে নাগর গোঠে মাঠে ফিরে,
রাখালিয়া খ্যাতি এই ব্রজপুরে,
আমার কিশোরী, রাজার ঝিয়ারী, সখীগণে যারে পূজে ॥
মৃগ পক্ষ আদি, যত তরুলতা,
নিজ সমরূপ ধরাইল রাধা,
তোমার নাগর, হইয়া গউর, লুকাইল সখী মাঝে ॥
যে দিনেতে রাধা, করেছিল মান,
চরণে ধরিয়া, সেধেছিল কাণ,
গলে পীতবাস, রাই পদ ধরে, সেধেছিল কোন লাজে ॥
শুক বলে সারি, না কর দন্দ্ব,
দোঁহে সমতুল, কে বলে মন্দ,
হেরিয়া ধন্দ জগদানন্দ, রসবতী রসরাজে ॥

৯। জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ, রাধে গোবিন্দ রাধে ॥
ঠাকুর আমাদের শ্রীনন্দনন্দন,
ঠাকুরাণী শ্রীমতী রাধে ॥
একই আসনোপরে দুহুঁ জন বৈঠল, দুহুঁ মুখ সুন্দর সাজে ॥

বৃষভানুনন্দিনী, রমণী শিরোমণি,
কানু মনমোহিনী রাধে ॥
কোই সখী উঠত, কোই সখী বৈঠত,
কোই যমুনা জল লাওয়ে ॥
শ্রীবৃন্দাবনমে, নিকুঞ্জ কাননে ;
ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ে ॥
শ্যাম শিরে, মোহন চূড়া বিরাজে,
রাই শিরে বেণী সাজে ॥
শ্যামের নাশায়, মুকুতা দোলে,
রাই নাসায় বেশর সাজে ॥
শ্যামের অধরে, মধুর মুরলী,
রাই মৃদু মৃদু হাসে ॥
শ্যামের কর্ণে, মকর কুণ্ডল,
রাই কাণে ঢেড়ী সাজে ॥
শ্যাম গলে, বন মালা বিরাজে,
রাই গলে গজমতি সাজে ॥
শ্যামের করে, স্বর্ণ বলয়া
রাই করে কঙ্কন সাজে ॥
শ্যামের কটিতে, পীত ধটি শোভে,
রাই নীলাম্বরী সাজে ॥
পীতাম্বর ধর, নীলপট্ট ধারিণী,
ঘন সৌদামিনী সাজে ॥
দোহাঁর রাতুল চরণে, মণিময় নূপুর,
রুণুঝুনু রুণুঝুনু বাজে ॥

শ্রীকৃষ্ণ দাস ভণে, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে,
কিশোর কিশোরী বিরাজে ॥

অনন্তর প্রভাতকালীন কীর্ত্তন শেষ করিবার সময়
নিম্নলিখিত গানটী গাইতে হয়। যথা,—

হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
এই সব নাম প্রভুর আদি সংকীর্ত্তন ॥
ভজ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন ॥
আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
রাসস্থলী রত্ন বেদী রত্ন সিংহাসন ॥
আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
রাধাকুণ্ড,শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন ॥

আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
দয়ার ঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোসাঞি।
কৃষ্ণ দিতে প্রেম দিতে আর কেহ নাই॥
বৈষ্ণব ঠাকুর আমার করুণার সিন্ধু।
ইহকালের প্রেমদাতা পরকালের বন্ধু॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥
বল হরি বল বল হরি বল।
বল হরি বল গৌর নিত্যানন্দ বল॥
গৌর নিত্যানন্দ বল সীতা অদ্বৈত বল।
সীতা অদ্বৈত বল গৌর গদাধর বল॥
গৌর গদাধর বল গৌর শ্রীনিবাস বল।
গৌর শ্রীনিবাস বল গঙ্গা ভাগীরথী বল॥
গঙ্গা ভাগীরথী বল গঙ্গা সুরধুনী বল।
যার তীরে নীরে বিহরই গৌর কিশোর॥
গোবিন্দ বল রাধা-গোবিন্দ বল।
বল হরি বল বল হরি বল বল হরি বল॥

প্রেমছে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কি জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কি জয়, শ্রীগদাধর পণ্ডিত কি জয়, শ্রীবাস পণ্ডিত কি জয়, গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়, শ্রীনবদ্বীপ ধাম কি জয়, গঙ্গা ভাগীরথী কি জয়, খোল করতাল কি জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কি জয়, আপন আপন গুরু গোবিন্দ কি জয়, প্রেমছে কহ

শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত শ্রী রাধারাণী কি জয়।

ইতি প্রভাতকালীন সংকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্ন কীর্ত্তন।

(সন্ধ্যা-বন্দনার পর কীর্ত্তনীয়)

আবার প্রত্যহ গ্রন্থ পাঠের পূর্ব্বেও এই পদ কীর্ত্তন করিতে হয়।

১

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ॥
জয় যশোদা নন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় রোহিণী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ॥
জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ॥
জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ॥
দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মহান্ত।
(সবে) কৃপা করি দেহ গৌর চরণার বিন্দ॥

সন্ধ্যা-বন্দনার পর কীর্ত্তনীয় অপর পদ যথা,—

২

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ॥
জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ॥
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। ইত্যাদি

আবার এই পদটী প্রত্যহ গ্রন্থ পাঠের পরেও কীর্ত্তন করিতে হয়

মধ্যাহ্নকালীন সংক্ষিপ্ত ভোগ আরতি

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপবিহারী,
দীন দয়াময় হিতকারী॥ধ্রুঃ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাঞি॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ॥
ভোজনের দ্রব্য যত রাখি সারি সারি।
তাহার উপরে দিলা তুলসী মঞ্জরী॥
শাক শুকুতা আদি নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আর লুচি পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈলা দন্তের শোধন॥

বসিতে আসন দিলা রত্ন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেওয়ারি।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী॥
ফুলের মন্দিরে প্রভু করিলা শয়ন।
* গোবিন্দ দাস করেন পাদ সম্বাহন॥
ফুলের পাপ্‌ড়ী সব উড়ি পড়ে গায়।
তার মাঝে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥

পরবর্ত্তী পদ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

অধিবাস কীর্ত্তন

১। জয়রে জয়রে গোরা, শ্রীশচী নন্দন,
মঙ্গল নঠন সুঠাম।
কীর্ত্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে,
মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥
দ্রাংদ্রিমিকি দ্রিমি, মঙ্গল বাজত,
মধুর মৃদঙ্গ রসাল।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভেল,
মিলল পদতলে তাল॥

* শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য।

কোই দেই গোরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন,
কোই দেই মালতীর মাল ॥
পিরীতি ফুলশরে, মরম ভেদল,
ভাবে সব ভেল ভোর ॥
কোই কহত গোরা, জানকী বল্লভ,
রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ ।
নয়নানন্দের মনে, আন নাহি জানত,
আমার গদাধরের প্রাণ ॥

২। এক দিন পহুঁ হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার ।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করেন বিচার ॥
শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতা ঠাকুরাণী হাসি,
কহিলেন মধুর বচন ।
তা শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর নন্দন ॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে ।
যেবা গায় যেবা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক পৃথক জনে জনে ॥
এত বলি গোরা রায়, আজ্ঞা দিলা সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ ।

খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া,
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন ॥
আরোপণ করি কলা, তাহে বান্ধ ফুল মালা,
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল-মঙ্গল করে,
পরমেশ্বর দাস রসে ভাষে ॥

৩। নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এই নিমন্ত্রণ, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সকল ভকতবৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

৪। আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন,
আম্র পল্লব সারি সারি।
দ্বিজে বেদধ্বনি করে, নারীগণ জয় কারে,
আর সবে বলে হরি হরি ॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উত্তরোল,
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন,
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ॥
সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন,
কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, প্রভু নিত্যানন্দ রাম,
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥

৫। জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল-মঙ্গলের সাজ ॥
আসিয়া বৈষ্ণব সব, হরি বোল কলরব,
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।

হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন-মঙ্গল ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরি বলে ঘনে ঘন,
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল-মঙ্গলি, রাখিয়া আনন্দ করি,
বংশী বলে দেহ জয় রব ॥

শ্রীনাম যজ্ঞ সমাপনান্তের পদ। যথা,—

দেখ নিতাই চাঁদের করুণা।
কলিতে কীর্ত্তন যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ,
পূরাইতে অদ্বৈত বাসনা ॥
হোতা হৈলা নিত্যানন্দ, হরিনাম মহামন্ত্র,
বদ্ধ জীবের মুক্তি কল্প করি।
শ্রীঅদ্বৈত যজমান, শ্রীবাসালয় যজ্ঞস্থান,
যজ্ঞেশ্বর গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
বাসনাদি কাষ্ঠগণ, প্রেম-ঘৃত নির্ম্মঞ্চন,
ভক্তি-অগ্নি হইল প্রবল ॥
দুর্ব্বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম, অন্য দেবাশ্রয় মর্ম্ম,
ভস্ম কৈল ইত্যাদি সকল ॥
সহচরগণ মেলি, সমাপিলা যাগ কেলি,
নবদ্বীপে হৈল হেন ঘটা।
বৃন্দাবন দাসে ভাবে, বিথারল দেশে দেশে,
বৈষ্ণব-চিহ্ন শেষ যজ্ঞ ফোটা ॥

সংকীর্ত্তনে নগর ভ্রমণান্তের কীর্ত্তন

নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর আইল ঘরে।
ধান্য দুর্ব্বা দিয়া শচী নির্ম্মঞ্ছন করে ॥
ধূলা ঝাড়ি শচী মাতা গৌর নিল কুলে।
কত শত চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥

শ্রীমহোৎসবের দধি-মঙ্গল

মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ।
দধি-মঙ্গল আনাইলা শ্রীশচী নন্দন ॥
গোলোকের প্রেমধন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।
কেমনে বিদায় দিব ফাটে মোর মন ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার গলায় ধরিয়া।
কান্দিছেন মহাপ্রভু ফুকার করিয়া ॥
আপনি নিত্যানন্দ! করহ বিদায়।
এত বলি মহাপ্রভু ধূলায় লোটায় ॥

সপ্ত প্রদক্ষিণ করি ভূমে ফেলাইল।
অবশেষে ভক্তগণ প্রসাদ লইল ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে করিলা গমন।
তাহা দেখি যদুনাথের ঝরে দুনয়ন ॥

"জাগো জাগোরে হিন্দু ঘুমায়ে থেকো না আর।
উঠেছে পূবরে রবি বিনাশিয়া অন্ধকার॥
ডাকেন মাতা গন্ধেশ্বরী উঠ সবে ত্বরা করি।
মোহনিদ্রা পরিহরি আখি মেল একবার॥
আখ্ রে জাগিয়ে সবে কিবা দৃশ্য চমৎকার।
প্রিয় বন্ধু মোর তোরা হয়েছিস্‌রে আত্মহারা।
গেছিস ভুলে পূর্ব্ব কথা পূর্ব্ব গৌরব আপনার।
ত্যজ দৈন্য ত্যজ দুঃখ মুছে ফেল অশ্রুধার॥
মায়ের সন্তান হয়ে কেন করিস হাহাকার।
তাই বলি মিলে মিশে কর দেশ সমুদ্ধার॥
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ছুটে আয়রে একবার।
জাগো জাগোরে হিন্দু ঘুমায়ে থেকো না আর॥"

(শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত বিরচিত পদ)

শ্রীহরি বাসরে কীর্ত্তন

(শ্রীএকাদশী রাত্রে)

শ্রীহরি বাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ।

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে সবেই নাচে হইয়া বিভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যাঁর নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদন প্রভু যাঁর গুণ গায়॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান্॥
হইল পাপীষ্ঠ জন্ম তখনে না হৈল।
হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

রাত্রি বিলাস

তদুচিত গৌরচন্দ্র। তুড়ী রাগ।

১। কিবা কহ নবদ্বীপ চান্দ।
শুনইতে সব মন বান্ধ॥
আনহ নীল নিচোল।
সব অঙ্গ ঝাপহ মোর॥
চিরদিনে মিলব তায়।
এত কহি কোন দিশে চায়॥
সোই ভাবে অবতার।
রাধা মোহন পহুঁ সার॥

অভিসার—কামোদ রাগ—দশকুশী (ছোট)

২। নন্দ নন্দন, চন্দ চন্দন, গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্ধর, নিন্দিত সিন্ধুর ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
প্রেমে আকুল, গোপ গোকুল, কুলকামিনী কান্ত।
কুসুম রঞ্জন, মঞ্জু বঞ্জুল, কুঞ্জ মন্দিরে শান্ত।
গণ্ড মণ্ডল, ললিত কুণ্ডল, উড়ে চুড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব, তাল পণ্ডিত, বাহু দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন, শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কমল, চরণ কিশলয়, নিলয় গোবিন্দ দাস॥

সুহিনী রাগ—দশকুশী

৩। ললিতা উল্লাস প্রাণী, সুবর্ণের চিরুণী আনি, মন সাধে আচরিল চুল। বিশাখা কবরী বান্ধে, করি মনোহর ছান্দে, সারি সারি দিল নানা ফুল॥ চিত্রা সময় জানি, সুবর্ণের সীঁথি আনি, যতনে দেওল সীঁথি মূলে। চম্পক লতিকা ধনি, অপূর্ব্ব সিন্দুর আনি, যতনে পরাওল ভালে॥ নানা রত্ন কর্ণ মূলে, রঙ্গ দেবী পরাইলে, শোভা অতি কহনে না যায়। সুদেবী হরিষ হঞা, গজমতি হার লঞা, গলে দিয়া নিরখিয়া রয়॥ বাকী আভরণ ছিল, তুঙ্গবিদ্যা পরাইল, ইন্দুরেখা পরায় নূপুর। গোবিন্দ দাস অভিলাষী, হইতে রাধার দাসী, তবহি মনোরথ পূর॥

ধানশী রাশ—পঠ তাল

৪। কবিবর রাজহংস জিনি গামিনী, চললিহ সঙ্কেত গেহা।
অমলা তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী, জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল, অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাওলতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনী, জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনী চকোর-শফরি সর মধুকর, মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি, গৃধিণী শ্রবণ বিশেখি॥
কনক মুখুর শশী কমল জিনিয়া মুখ, জিনি বিম্ব অধর প্রবালে
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগ বীজ, জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে।
বেল তাল যুগ, হেম কলস গিরি, কঠোরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ বল্লরী জিনি, ডমুরু সিংহ জিনি মাঝা॥

লোম লতাবলী, শৈবাল কজ্জল, ত্রিবলী তরঙ্গিনী রঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহ দল জিনি, নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা॥
উরুযুগ কদলী, করিবর কর জিনি, স্থল পঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িম বীজ, ইন্দু রতন জিনি, পীক জিনি অমিয়া বাণী।
ভনয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ যুবতী, রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ, একাদশ অবতারা॥

বিহাগড়া রাগ—তাল (চঞ্চুপুট)

৫। মঞ্জুবিকচ কুসুম পুঞ্জ, মধুপ শবদ গঞ্জি গুঞ্জ,
কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন, মঞ্জুল কুল নারী।
ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ, মালতীফুল মালে রঞ্জ,
অঞ্জনযুত কঞ্জ নয়নী, খঞ্জন গতি হারী॥
কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ,
কিঙ্কিণী কর কঙ্কনমৃদু, ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু ভুজঙ্গ, কালি দমন-দমন রঙ্গ,
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে, রঙ্গিন নীলশাড়ী॥
দশনকুন্দ-কুসুম নিন্দ, বদন জিতল শারদ ইন্দু,
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে, প্রেম সিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস, দেহ দিপতি তিমির নাশ,
নিরখি রূপ-রসিক ভূপ, ভুলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতী বৃন্দ, হেরি হেরি পড়ল ধন্দ,
মন্দ মন্দ হসনা-নন্দ-নন্দন সুখকারী।
মণি মাণিক নখ বিরাজ, কনক নূপুর মধুর বাজ,
জগদানন্দ থলজলরুহ, চরণক বলিহারী॥

৬। সাজল ধনি, চন্দ্র বদনী, শ্যামদরশ আশে।
সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিনী সব, ঘেরিল চারিপাশে॥
তরুণারুণ, চরণ যুগল, মঞ্জির তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলী, পুঞ্জ. পুঞ্জ, গুঞ্জরে মধুলোভে॥
কুম্ভী কুম্ভ, জিনি নিতম্ব, কেশরী ক্ষীণি মাঝে।
পরি নীলাম্বর, পট্টাম্বর, কিঙ্কনী তহি বাজে॥
বাহু যুগল, থির বিজুরী, করি শাবক স্তুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ, মণিকঙ্কণ, নখরে শশীখণ্ডে॥
হেমাচল, কুচমণ্ডল, কাঁচলি তঁহি শোভে।
চন্দ্রকান্ত, ধ্বান্ত দমন, কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জাম্বুনদ, হেমযুত, মুকুতা ফল পাঁতি।
ফণী মণিযুত, দাম সহিত, দামিনী সম ভাঁতি॥
বিম্বফল, নিন্দি অধর, দাড়িম বীজ দশনা।
বেশর তঁহি, নোলকে ঝলকে, মন্দ মন্দ হসনা॥
নাশা তিল-ফুলচুল, কবরী করবী ছান্দে।
মদন মোহন, মোহিনী ধনি, সাজলি তঁহি রাধে॥
নব যৌবনী, চন্দ্র বদনী, বৃন্দাবন বাটে।
মাধবেন্দ্র পুরী, রচিত ভাষ, বর্ণি পূর্ণি পাটে॥

শঙ্করাভরণ—তেতালা তাল

৭। ধনী ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, প্রেম তরঙ্গিনী, সাজলি শ্যাম বিহারে,
চলইতে চরণে, সঙ্গে চলুঁ মধুকর, মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত, ধরনী চুম্বয়ে কত, যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥

কনক লতা জিনি, জিনি সৌদামিনী, বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিনী রণরণি, বঙ্করাজ ধ্বনি, চলইতে সুমধুর বাজে ॥
হংসরাজ জিনি, গমন সুলাবনী, অবলম্বন সখীকান্ধে।
অনন্তদাস ভনে, মিলল নিকুঞ্জবনে, পুরাইতে শ্যাম-মনসাধে ॥

৮। জয় জয় জয়, বিজয়ী কুঞ্জে,
কুঞ্জর বর গামিনী
প্রেম তরঙ্গে ভরল অঙ্গ,
সঙ্গে বরজ রমণী ॥
গগন মণ্ডল, অতি নিরমল,
শরদ সুখদ যামিনী
নীল বসন, হাটক-বরণ,
ঝলকত ঘন দামিনী ॥
তানানানা নানা সুললিত বীণা,
গান করত সজনী।
রুণু ঝুনু ঝুনু, নূপুরে নূপুরে,
বোলত নূপুর কিঙ্কিনী ॥
বাজে রবাব বীণা পাখোয়াজ,
ঠম্মকি ঠম্মকি চলনি।
যন্ত্র তন্ত্র তাল মান,
ধনি ধনি নব যৌবনী।
মিলল শ্যাম নিকুঞ্জ ধাম,
নিরুপম শোভা সোহিনী।

গোবিন্দ দাসের সুখের নাহি ওর,
হেরিশ্যাম মনোমোহিনী ॥

মিলন— কেদার রাগ

৯। আদরে আগুসরি. রাই হৃদয়ে ধরি,
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর কমলে, চরণ যুগ মোছই,
হেরইতে চির থির আঁখি ॥
পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিঠই,
সোই আপনে করু সেবা ॥ধ্রু॥
হিম কর শীতল, নীরহি তিতল,
কর তলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী দলে, মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থক দুখ ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পুরি,
মধুর সম্ভাসই কান।
গোবিন্দ দাস ভন, নিতি নব নৌতুন,
রাই করু অমিয়া সিনান ॥

ধানশী রাগ একতালা

১০। দাঁড়াইল শ্যামের বামে নবীন কিশোরী।
পশু পাখী উনমত দুহুঁ রূপ হেরি ॥

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে দোঁহার রূপ করে নিরীক্ষণ॥
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁজন ভুজ আরোপিয়া।
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
ডালে বসি দুহুঁ রূপ দেখে শুক শারী।
আনন্দে ঘনাইয়া নাচে ময়ুর ময়ুরী॥
গোবিন্দ দাস কহে রূপের মাধুরী।
নবীন জলদ কোরে থির বিজুরী॥

১১। দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কাণুমরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥
কাজরে মিশাল কিয়ে নব গোরচনা।
নীল মণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোণা॥
কনকের বেদী ভেদি কালিন্দী বহিল।
হেমলতা ভুজদণ্ডে কাণুরে বেঢ়িল॥
আন্ধারে জ্বলয়ে কিবা রসের দীপিকা।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতিকা॥
রাই সে রসের নদী অমিয়া পাথার।
রসময় কাণু তাহে দিতেছে সাঁতার॥
রাই সে রসের সিন্ধু তরঙ্গ অপার।
ডুবল নরোত্তম নাজানি সাঁতার॥

১২।　　দুহুঁ কুঞ্জ ভবনে।
সৌদামিনী অঙ্গসপল নবঘনে॥
হেম বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোণার কমলে যেন মিলল ভ্রমর॥
নব গোরোচনা গোরী শ্যাম ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কাঁচে বেড়া কাঞ্চন কাঞ্চনে বেড়া কাঁচে।
রাই কাণু দুহুঁ তনু এক হইয়াছে॥
ললিতা বিশাখা দোঁহে চামর ঢোলায়।
নরোত্তম দাস দোঁহার বলি হারি যায়॥

শ্রীরাগ

১৩।　　শ্যামর কোরে,　　　যতনে ধনি শুতলি
　　মদনালসে দুঁহু ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন　　　নিবিড় আলিঙ্গন,
　　জনু কাঞ্চন মণি জোর॥
কোরহি শ্যাম,　　　চমকি ধনি বোলত,
　　কবে মোরে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ,　　　তবহি মঝু যাওব,
　　অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ চন্দকি,　　　বঙ্ক নেহারনি,
　　গুণ সোঙরিতে মন ঝুর।
সো তনু সরস,　　　পরশ যব হোয়ব,
　　তবহি মনোরথ পূর॥

এত বলি সুন্দরী, দিগ নেহারই,
মুরছলি হরল গেয়ান।
যতনহি শ্যাম, রাই পরবোধই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

স্বপ্ন বিলাস ও শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কারণ।

নিধু বনে দুহুঁ জনে, চৌদিকে সখীগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি,
কান্দি কান্দি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলু অকস্মাৎ,
এক যুবা গৌরবরণ।
কিবা তার রূপঠাম, যিনি কত কোটিকাম,
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি, ভাব ভূষা নিরবধি,
নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াল আমার আঁখি,
মন ধায় তাহারে দেখিয়া॥
নব জলধর রূপ, রসময় রসকূপ,
ইহা বই না দেখি নয়ানে।
তবে কেন বিপরীত, হেন হৈল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে॥

চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন,
গৌরাঙ্গে হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া গোরী, মুখ চুম্বে কতবেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

শুনইতে রাই, বচন অধরামৃত,
বিদগধ রসময় কাণ।
আপনাকে ভাবে, ভাব প্রকাশিতে,
ধনী অনুমতি ভেল জান॥
সুন্দরী যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনে,
মোহে করবি হেন রূপ॥ধ্রু॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহব না পাইয়ে ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তুঁহারি স্বরূপ বিনে,
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।

তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয় ॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা,
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়,
না ভজিনু মুঞি নরাধম ॥

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজ জীবন, তুয়া বিনু কৈছন,
ব্রজপুর বান্ধব থেহা ॥
জল বিনু মীন, ফণী যৈছে মণি বিনু,
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুঁহারি, দরশ বিনু তৈছন,
ব্রজপুর গতি তুঁহু জান ॥
সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি,
পায়বি কোনহি সুখ।
কিয়ে আন জন তুয়া, মরাহি জানব,
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসহ,
তুঁহু বর নাগর কাণ।
অহনিশি তোঁহারি, দরশ বিনু ঝুরব,
তেজব সবহুঁ পরাণ ॥

অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনা তটে,
সখা সঙ্গে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম পরকাশবি,
না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥

শুন শুন সুন্দরী মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥
গোপ গোপাল সবহু জন মেলি।
নদীয়া নগর-পর করবহুঁ কেলি ॥
তনু তনু মেলি হোই একু ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব তুয়া নাম ॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহু না যাব।
ব্রজবিনু প্রেম না হোয়ব লাভ ॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মনোকাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম ॥

এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী,
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য
সেইরূপ দেখিব হে আমি ॥
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে,
অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়াধড়া কোথা থুইবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে,
কাল গৌর হইবে কেমনে ॥

এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে,
দেখায়ল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা,
ভাব প্রেমময় সব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এই কয়ে, দুহুঁ তনু এক হয়ে,
নদীয়াতে হইলা উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে,
প্রেম বন্যায় জগত ভাসায় ॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন,
ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ,
না হেরিলাম সে সুখ তরঙ্গে ॥

মনঃশিক্ষা

অরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয় বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরা পদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,

কায় মনে লহঁরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিত পাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার-সমন।
নরোত্তম দাস কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেন প্রেমধন ॥

গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ মাঝারে
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী ॥
দয়া কর সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্ট যুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

হরি হরি ! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁঞি মোরে করুণা নহিল ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।

দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন রম্য স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি ॥
বিশেষে বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে ।
নরোত্তম দাস কহে, জীবের উচিত নহে,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি ।
পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
কাহাব নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন ।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥
হরি স্থানে অপরাধ তারে হরি নাম ।
তোমা স্থানে অপবাধ নাহিক এড়ান ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম ।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥
প্রতি জন্মে আশা করি চরণের ধূলি ।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার ॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল ।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল ॥

গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিচাশী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষ দরশি প্রভু! পতিত-উদ্ধার।
এই বার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

এই বার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

প্রার্থনা (শ্রীরাগ)

১

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপনা করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু॥

একুলে ওকুলে মুঞি দিলাম জলাঞ্জলী।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষে কহে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

২

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী দল, দেহ সমর্পিলু,
দয়া না ছোড়বি মোয়॥ ধ্রু॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পায়বি,
তুহু যব করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহু মুঞি ছার॥
কিএ মানুষ পশু, যথা জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি কেবল,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণএ বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতরে,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ম হমা

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতের বিলায়ল প্রেমের ভাণ্ডার ॥
বড় অপরূপ ভাই গৌরচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা
হেন অবতারের রে বালাই লইয়া মরি।
সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচে কূলের বউয়ারী।
সর্ব্বলোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি ॥
যবনেও নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥

স্ত্রী শূদ্র যবনাদি এই অবতারে।
হরিনামে মাতোয়ারা করিল সবারে ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
নামানন্দে মাতাওল সকল ভুবন ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মিলি করে কোলাকুলি।
ভুঞ্জয়ে প্রসাদ সবে হরি হরি বলি ॥
মধুর গৌরাঙ্গ লীলায় রতি না জন্মিল।
এ মোহন দাসের বুকে বিন্ধওল শেল ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তি

নিখিল নরনারীর চিরশান্তি ও জগন্মঙ্গল দায়ক বিষয়।

যথা ঃ—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ জগজ্জীব হৈল অন্ধ,
কেহত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইও নাম॥
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়,
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
নাম প্রেম প্রচারিতে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে,
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব, করিতে তাদের শিব,
তুমি মোর পরম সহায়॥
মো হৈতে না হবে যাহা, তুমিত পারিবে তাহা,
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পঁহু, দোঁহার সমান দুহুঁ
তার মোরে আমিত কাঙ্গাল॥

———

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের উক্তি

সংকীর্ত্তন আরম্ভে

যথা, প্রকারান্তর,—

(অদ্বৈতের হুঙ্কারে) আমার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তারাও কান্দিবে মোর নামে॥
যতেক অস্পৃষ্ট-দুষ্ট-যবন, চণ্ডাল।
স্ত্রী, শূদ্র, আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তি ধন দিব এ যুগে সবারে।
সুর-মুনি-সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥
পৃথিবী পর্যান্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥

—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

২। এই ভিক্ষা সর্ব্বজীবে কর পরিত্রাণ।
সবাকারে দেহ হরে কৃষ্ণ ষোল নাম॥
ব্রহ্ম, ক্ষেত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল. পুক্কস, হুন, ম্লেচ্ছ, যবন॥
সবাকারে কর কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি দান।
তোমা স্থানে এই ভিক্ষা মাগিল নিদান॥
কিবা রাজা, কিম্বা প্রজা, কিবা সাধুজন।
কিবা শিশু, কিবা বৃদ্ধ কিবা নারীগণ॥

সবা স্থানে আপনি ফিরিবে নিরন্তর।
হরিনাম গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর॥"

—(রসিক মঙ্গল)

"শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে হয় অধিকারী।
কিবা বিপ্র. কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥
সর্ব্ব বর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥"

—(পাষণ্ড দলন)

"কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যাঁর তাঁরে শ্রেষ্ঠ মানি॥
অষ্ট বিধা ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়।
সেই জাতি নাশ হইয়া দ্বিজ আদেশ হয়॥"

—(অদ্বৈত প্রকাশ)

"কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র ন্যাসী কেন নয়।
যেই জন কৃষ্ণবেত্তা সেই গুরু হয়।"

—(শ্রীচৈতন্য চরিমামৃত)

"শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাই জাতের বিচার।
ভজিলে অভয় পদ কৃষ্ণ হয়েন তাঁর॥"

—(মহাজন বাক্য)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ইঙ্গিত অনুসারে

শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার

যথা,—

৩। চৈতন্য আদেশ পাইয়া, নিতাই বিদায় হইয়া,
আইলেন শ্রীগৌড় মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই স্বন্দরানন্দ, বাস্থ আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।
পানিহাটী গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা॥
সকল ভকত লইয়া. গৌর-প্রেমে মত্ত হইয়া,
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি, হইয়া সকরুণ আঁখি,
প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী,
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, না ভজি নিতাই চাঁদে,
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥

অতঃপর নিতাই গৌরের মহিমাস্থচক পদ,—

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলায়ল প্রেমের ভাণ্ডার॥

ইত্যাদি কীর্ত্তনীয়।

শ্রীশ্রীহরিনাম যজ্ঞ কীর্ত্তন।

যথা,—

দেখ নিতাই চান্দের করুণা।

কলিতে কীর্ত্তন যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ,
পূরাইতে অদ্বৈত বাসনা॥

শ্রীঅদ্বৈত যজমান, শ্রীবাসালয় যজ্ঞস্থান,
যজ্ঞেশ্বর গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

হোতা হইলা নিত্যানন্দ, হরিনাম মহামন্ত্র,
বদ্ধ জীবের মুক্ত বল্প করি॥

বাসনাদি কাষ্ঠগণ, প্রেম-ঘৃত নির্ম্মঞ্চন,
ভক্তি-অগ্নি হইল প্রবল।

দুর্ব্বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম. অন্য দেবাশ্রয় মর্ম্ম,
ভষ্ম কৈল ইত্যাদি সকল॥

সহচরগণ মিলি, আরম্ভিলা যজ্ঞকেলি,
নবদ্বীপে হইল হেন ঘটা।

বৃন্দাবন দাসে ভাষে, বিথারল দেশে দেশে,
বৈষ্ণব চিহ্ন হৈল যজ্ঞ ফোঁটা॥

কলিযুগে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞই যে নিখিল নরনারীর একমাত্র মঙ্গল ও চিরশান্তির বিষয়, ইহা বর্ণিত হইতেছে। যথা,—

"সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥"

—(শ্রীচরিতামৃত)

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি, সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

—ইত্যাদি (শ্রীচরিতামৃত)

অতএব কলি জীবের পক্ষে প্রত্যহ শ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন করা একমাত্র পরম পুরুষার্থ। নিখিল নরনারী এই আনন্দে নিমগ্ন থাকিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করুন, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা। ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৯।

প্রণত—
শ্রীব্রজমোহন দাস
পোঃ নবদ্বীপ
প্রাচীন মায়াপুর

ইতি সংক্ষিপ্ত কীর্ত্তন পদ্ধতি সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

সেবারতি কীর্ত্তন পদাবলী তৃতীয় সংস্করণে যে সমস্ত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের নিত্য স্মরণ মনন ও ভজনের অঙ্গ। ঐ পদাবলীতে নিম্নলিখিত পদগুলি ও সংযোজিত করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য অনেকে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। অতএব গ্রন্থের এই চতুর্থ সংস্করণের 'পরিশিষ্ট' রূপে ঐ পদাবলীগুলিও মুদ্রিত করিয়া ভক্তগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেই পরিশ্রম ও চেষ্টা সফল জ্ঞান করিব। নিবেদন ইতি ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল।

নিবেদক—

শ্রীব্রজমোহন দাস

নিশান্তে—

"নিশি অবশেষে, জাগি সব সখীগণ,
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে, শুতি রহু দুহুঁ জন,
তুরিতহিঁ দেহ জাগাই॥"

এই পদের পরবর্ত্তী পদ যথা,—

১। কানন দেবতী হেরি নিশি অবশান।
আদেশিলা দ্বিজকুলে করইতে গান॥
শারীশুকে কহে দোঁহে জাগাও ত্বরিতে।
অরুণ উদয় হেরি নাহি ভেল ভীতে॥
বানরীগণে পুনঃ করল আদেশ।
ত্বরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ॥
শুনইতে ইহ বনদেবতী বোল।
কানন ভরিয়া উঠল মহারোল॥
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত।
মাধব দাস মাথে দেওয়ল হাত॥

২। দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণের মনে ঘন উঠল তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর ডাকিছে মধুর॥
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী
তারাগণ সহিতে লুকাল তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলিল সত্বর॥
শারী কহে জাগ রাই চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর॥
শেথরে শেখর কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হইয়ে সাধুর পারা রয়েছ স্থতিয়া॥

অনন্তর "রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন করিবে।

"উঠিয়া সে বিনোদিনী, হেরি শেষ রজনী
চমকিত চারিদিকে চায়।"

পদের পরবর্ত্তী পদ যথা,—

৩। জাগিয়া বসিলা নাগর নিদেঁর আলসে।
দুই আঁখি ঢুলুঢুলু হিলন বালিশে॥
দুবাহু পসারি ধনি বঁধু নিল কোলে।
সুবাসিত জলে বন্ধুর বদন পাখালে॥
যেখানে যে বিগলিত হয়েছিল বেশ।
সাজাওল বিনোদিনী আনন্দ আবেশ॥
হাসি হাসি কোন সখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশী পেয়ে নাগর বড় হরষিত ভেল॥
জ্ঞান দাস কহে লীলার বলিহারি যাই।
এমন দুজনার প্রেম কভু দেখি নাই॥

৪। সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল মুখী
ঝাপি রহল মুখ আধ।
অলখিতে আধ কমল দিঠি অঞ্চলে,
হেরই হরি মুখ চাঁদ॥
মাধবী লতা গৃহ মাঝ।
কুসুম তলপে, বৈঠল দুঁহু জন,
চৌদিকে রমনী সমাজ॥

গৌরিক থোরি মুখ— বিধু হেরইতে,
পহুঁ ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই,
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
হেরি হেরি সখীগণ, ঢর ঢর লোচন,
লোরে ভিগায়ল দেহা।
বলরাম কবহু, অমিয়া রসে সিঞ্চিব,
হেরব দুঁহুক লেহা॥

৫। হরি নিজ আচরে, রাই মুখ মুছই,
কুঙ্কুমে তনু পুনঃ মাজি।
অলকা তিলক দেই, সিঁথি বনাওয়ই,
চিকুরে কবরী পুনঃ সাজি॥
মাধব সিন্দুর দেওল সিঁথে।
কতহু যতন করি, উর-পর লিখই,
মৃগমদ চিত্রক পাতে॥
মণি মঞ্জির, যতনে পরায়ল,
উর-পর দেওল হার।
কর্পূর তাম্বুল, বদনে ভরি দেওল,
নিছই তনু আপনার॥

নয়ন হি অঞ্জন, করল সুরঞ্জন,
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল পাশে, যাবক রঞ্জই,
কি কহব দাস গোবিন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি। যথা,—

৬। বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমাপিয়া, এক মন হইয়া,
হইলাম তোমার দাসী॥
একুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল জানিয়া. এ রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইনু তায়॥
না ঠেল না ঠেল ছলে, অবলা অখলে,
দোষের নাহিক ওর।
অবলার ত্রুটি, হয় কোটী কোটী,
ক্ষমিতে উচিত তোর॥

নয়ন পলকে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাসে কয়, কালিয়া রতনে,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

৭। কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই,
ধবলী চরাই আমি।
রাখালিয়া জাতি, কি জানি পিরীতি,
প্রেমের পশরা তুমি॥
তুমি মহাজন, যে কর ভর্ৎসন,
সুধা সম মোহে লাগে।
মোর নাগরালী, বাড়ালে কিশোরী,
পিরীতি রতন আগে॥
তুমি যে আমার, পরাণ পুতলী
শুনহ প্রাণ কিশোরী।
প্রেমধন মোরে, দিয়াছ কিশোরী,
তার শোধ দিতে নারি॥
তোমার এ ঋণ, শোধিতে নারিব,
তুয়া অনুরাগ বিনে।
কান্ত কহে কানু, গৌরাঙ্গ হইলে,
খালাস হইবে ঋণে॥

কুঞ্জ ভঙ্গ।

৮। মন্দিরে চলব, জানি ভেল কারত,
আকুল জলধি তরঙ্গ।
কত কত চুম্বন, কতহুঁ আলিঙ্গন,
দুরবল ভেল দুহুঁ অঙ্গ॥
সোউরি বিচ্ছেদ, ক্ষেদে দুঁহু আকুল,
দুহুঁ রহু কোরে আগোরি।
দুহুঁক নয়ন নীরে, দুহুঁ তনু ভিগয়ি,
রোওই মুখে মুখ জোড়ি॥
এ মুখ দরশন, বিনু তনু জারব,
কহি কহি রোয়ই মুরারি।
ধনি মুখ উলটি, পালটি কত নেহারই,
কত জিউ করত নিছারি॥
ব্রজপতি-রাণী, সঙ্গে করি ব্রজপতি,
আওয়ই কুঞ্জ মাহা পৈঠ।
বলরাম কহই, বিলম্ব ভাল নহে,
দুহুঁক ছোড়ি দুহুঁ উঠ॥

৯। এমন দুজনার প্রেম কভু নাহি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আছয়ে আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায়রে মরিয়া॥

জল বিনু মীন জনু কভু নাহি জিয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কভু না দেখিয়ে॥
ভানুতে কমলে বলি সে তুলনা নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতকে জলদে বলি না হয় তুলনা।
সময় না হইলে মেঘ না দেয় এক কণা॥
কুসুমে ভ্রমরে বলি নাহি হয় তুল।
ভ্রমর না আসিলে নাহি যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ সে তুলনা নহে।
অতুলনা দোঁহার প্রেম চণ্ডীদাস কহে॥

১০। যাবে যাবে হে নিজালয়।

তোমায় বিদায় দিতে, যত দুঃখ হয় চিতে,
প্রাণ গেলে ততেক না হয়॥
মোর আগে সারি বাধি, বৈস সবে বৈদগধি,
প্রকাশিয়া মুখ সুধাকরে।
নয়ন চকোর সুধা, পান করি যাউক ক্ষুধা,
চারি প্রহর দিবসের তরে॥
যে প্রেম করিলে তার, কি দিয়া সুধিব ধার,
তাহার তুলনা দিব কি ?
এ আমার পরাণ কাটি, সবে মিলি নেও বাটি,
হের চরণতলে দি॥

আপন আপন ভাবে, পিরীতি রাখিয়া সবে,
না করিও কলহ বিষাদ।
সময় হইলে আসি, নিকুঞ্জে মিলিবে হাসি,
শুনিয়া মুরলীক নাদ॥
এত শুনি গোপীযূথে, প্রণাম করিয়া নাথে,
চলি চলি গেলা নিজবাস।
কানু সে গেলেন চলি, নিকুঞ্জ রহিল খালি,
কান্দয়ে জগদানন্দ দাস॥

১১। নিকুঞ্জ হইতে, সখীগণ সাথে,
নিজ গৃহে চলে রাই।
চলি যায় পথে, কানু ভাবে চিতে,
পথে পড়ে মুরছাই।
এতেক দেখিয়া, ললিতা ধাইয়া,
রাইকে করল কোলে।
আহা মরি মরি, হেদে গো কিশোরী,
কেন বা এমন হইলে॥
ললিতারে হেরি, বলিছে সুন্দরী,
শুনগো প্রাণ সহচরি।
কানু গুণনিধি, রসের অবধি,
তিলে পাশরিতে নারি॥
কর যোড় করি, ললিতা সুন্দরী,
কহিছে শুনগো রাই।

হইল প্রভাত, চলহ তুরিত,
অবিলম্বে গৃহে যাই ॥
কঙ্কন বলয়া, বসনে ঢাকিয়া,
নিজ গৃহে প্রবেশিল ।
সখীগণ যত, যায় নিজ ধাম,
রজনী প্রভাত হইল ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী, প্রিয় সহচরী,
দাঁড়াল সেবার আশে ।
শ্রীরতি মঞ্জরী, তাহার কিঙ্করী,
বাসুদেব ঘোষ ভাষে ॥

মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি ।

"ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি ।"
পদের পরবর্ত্তী পর্য্যায় । যথা,—

১ । ভজ গোবিন্দ মাধব শ্রীগিরিধারী ।
শ্রীগিরিধারী, গোবর্দ্ধন বিহারী,
কেলি কলারস মনোহারী ॥ ইত্যাদি ।

—+—

শ্রীরাধাকুণ্ডের ভোজন স্নানাদি

যথা,—

২ । ওহে রাধাকুণ্ড তব কুণ্ডনীর তীরে ।
মদীশ্বরী মদীশ্বর মধ্যাহ্নে বিহরে ॥

কুঞ্জে মধুপান করি বংশী চুরি করি।
তীরে হোলী খেলা খেলি জলে জল কেলি।
কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি রাই করয়ে বিহার।
তীরে থাকি সখীগণ বলে ভাল ভাল ॥
আর্দ্র বস্ত্র ছাড়ি শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
ভোজন মন্দিরে দুহুঁ করল পয়ান ॥
ভোজন সমাপি দোঁহার নিভৃতে শয়ন।
শ্রীরূপ মঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন ॥
নিদ্রা অবশেষে মুখ প্রক্ষালন করি।
বংশী বেশর পণ করি খেলে পাশা সারি ॥
রাই জিনি বংশী ছিনি লইল তখন।
করতালি দিয়া বলে কি হবে এখন ॥
পুনঃ কৃষ্ণ চালে পাশা অতি ব্যগ্র হঞা।
রাইর বেশর নিল মুখ চুম্বন করিয়া ॥
শুক বলে শ্যামের জয় দেখ না হে শারী।
শারী বলে রাইয়ের জয় দেখ না বিচারি
সুবল বিশাখা দোঁহে মধ্যস্থ হইয়া।
বংশী বেসর দেওয়াইল বিচার করিয়া ॥
এই মত নিতি নিতি হয় রস খেলা।
পদ্মা সব্যা শুনি দুঃখ সাগরে ভাসিলা ॥
কৃপা করি একবার করাও দরশন।
রঘুনাথ দাস করে কাকু নিবেদন ॥

———

মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ ভোজনের সময় পঙ্গতে বসিয়া কীর্ত্তন।

যথা,—

৩। ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
হরে হরে কলি ঘোর মোচন আনন্দ স্কন্দ॥
গোকুল সখা সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে।
সো পহুঁ বিহরে শ্রীনবদ্বীপ মাঝে॥
সুরধুনী তীবে বিহরে দুনু ভাই।
কৃপা করি উদ্ধারিলা জগাই মাধাই॥
রাবণ মারি সীতাজিকো উদ্ধারি।
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ কারী॥
শিব সনকাদি যাকো ভেদ না পাওয়ে।
সো পঁহু ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি।
শ্রীকৃষ্ণ দাস স্বামী যাউ বলিহারি॥

অনন্তর মহাপ্রসাদ পাইতে জয়ধ্বনি। যথা,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কি জয়, শ্রীগদাধর পণ্ডিত কি জয়, শ্রীবাস পণ্ডিত কি জয়, গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়, দ্বাদশগোপাল-চৌষষ্টিমহান্ত কি জয়, ছয় চক্রবর্ত্তী-অষ্ট কবিরাজ কি জয়, আপন আপন শ্রীগুরুদেব কি জয়, চারিধাম কি জয়, চারি সম্প্রদায় কি জয়, শ্রীনবদ্বীপধাম কি জয়, শ্রীব্রজমণ্ডল কি জয়, ইত্যাদি।"

অনন্তর প্রসাদ পাইবার সময়।

যথা,—

৪। রাম কহে সুখোপজে, কৃষ্ণ কহে দুঃখ যায়,
মহিমা মহাপ্রসাদ, পাও সাধু প্রেমপ্রীতি লাগাই।
প্রেমছে কহ শ্রীরাধেকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু
নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধা রাণীকি জয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ-সেবাপরায়ণ।

বৈষ্ণবগণের আচরণীয়

সংক্ষিপ্ত নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি

(সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষা সমন্বিত)
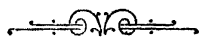
শ্রীব্রজমোহন দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৯ সাল, শকাব্দাঃ ১৮৫৩

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৭।

গ্রন্থকারের নিবেদন

সদাচারী ও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি গ্রন্থখানা বিশেষ আবশ্যকীয় ও আদরের বস্তু। যে আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত প্রিয় ভক্তগণ পরম শান্তচিত্তে শ্রীভগবানের সাধন ভজন করিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, জনসাধারণ তাহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া তাহারাও এই ধনের অধিকারী হউন। সর্ব্বসাধারণের সহজ উপলব্ধির জন্য অতি সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে এই নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি গ্রন্থ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। শ্রীবৈষ্ণবগণ ইহাদ্বারা আনন্দ উপলব্ধি করিলে, পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৯ সাল।

নিবেদক—

শ্রীব্রজমোহন দাস

প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ নবদ্বীপ

প্রভাতকালীন স্মরণীয় ও করণীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তাং॥ সাধকঃ প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদি কীর্ত্তয়েৎ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং॥ ততঃ॥ জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো যদুবর পরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্ন ধর্ম্মং। স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥ স্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং॥ বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনীনাং সম্ভোগ চিহ্নাঙ্কিত সর্ব্বগাত্রং। পবিত্র মান্নায় গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত চৌরং॥ উদ্গায়তীনামরবিন্দ লোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ। দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন শব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশাম মঙ্গলমিতি॥ পঠেৎ॥ প্রার্থনাদিকং কীর্ত্তয়েৎ॥ ততঃ॥ শ্রীগুরূন্প্রণমেৎ॥ ততঃ॥ পাদবিক্ষেপাগ্রে পৃথিবীং সংপ্রার্থয়েৎ॥ যথা॥ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্বমে॥ ততো॥ বহির্যাতঃ পাদৌ পাণী চ প্রক্ষাল্য দন্তধাবনাদিকং কুর্য্যাৎ॥ ততঃ॥ শুদ্ধাসনে শুদ্ধ বস্ত্রং পরিধায় পূর্ব্বাভিমুখঃ চ উপবিশ্য আচমেৎ॥ যথা॥ ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ জলং ত্রিঃপীত্বা ততঃ॥ নিজাভীষ্ঠ মন্ত্রার্থং স্মরেৎ॥

ততঃ ॥ নিশ্চলমনাঃ শ্রীগুরুদেবং স্মরেৎ ॥ যথা ॥ কৃপামরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং। শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং ॥ ততশ্চ ॥ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ইত্যুক্ত্বা শ্রীগুরুং প্রণমেৎ ॥ ততঃ ॥ পরম-গুর্ব্বাদীন্ প্রণমেৎ ॥ ততঃ ॥ শ্রীগুরোস্তবরাজকং পঠেৎ ॥ যথা ॥ বন্দেগুরুং জগন্নাথং মধুরং শীতলাশয়ং। কৃপাময়ং স্বচ্ছরূপং সুখদং সম্প্রদায়িনং ॥১॥ বিশ্বনির্ম্মৎসরং নিত্যং কৃষ্ণমন্ত্রবিদাম্বরং। শ্রীকৃষ্ণ রসতত্ত্বজ্ঞং কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রয়ং শুভং ॥ ২ ॥ অনন্য সাধনং নিত্যং সদানন্যপ্রয়োজনং। রাধাকৃষ্ণ প্রিয়তমং ভাব নিষ্ঠং বিরাগিণং ॥ ৩ ॥ স্বধর্ম্মশাসকং শান্তং প্রকৃত্যাকারমুত্তমং। আনন্দকন্দরং নিত্যং বৃন্দারণ্যসুখপ্রদং ॥ ৪ ॥ রসিকং করুণাপূর্ণং দ্রুত জাম্বুনদপ্রভং। নানাভরণ সংসেব্যং সোনবাসং মনোরমং ॥ ৫ ॥ নানারসকলাভিজ্ঞং কিশোর নবনাগরং। অনন্যশরণং রাধাপাদপদ্ম মধুব্রতং ॥ ৬ ॥ রাধাসম্মুখসংশক্ত স্বরূপং সুমনোহরং। বৃন্দাবনস্থং ললিতাসখী সঙ্গনিবাসিনং ॥ ৭ ॥ রাধিকা করুণাপাত্রং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরং। অতি সুস্নিগ্ধ মধুরং কোমলং রসবিগ্রহং ॥ ৮ ॥ স্বেচ্ছাময়ং স্বচ্ছ বেশং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং। অনন্তগুণমাধুর্য্য বিলাসনিলয়ং সদা ॥ ৯ ॥ ভাবানুরূপমমলং শিষ্যবৎসলমুজ্জ্বলং। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং শ্রীগুরোস্তবরাজকং ॥ ১০ ॥ বাসোবৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাঃ প্রেয়সিগণ মণ্ডলে। লোকেস্মিন্ পূজিতো দেবৈর্ম্মুনীন্দ্রৈরপিনারদ ॥ ১১ ॥ ইতি শ্রীবৃহদ্ব্রহ্ম জামলে সদাশিবনারদসম্বাদে শ্রীগুরোস্তব-রাজকং সম্পূর্ণং ॥ ততঃ ॥ চতুঃশ্লোকীয় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠং কুর্য্যাৎ ॥ যথা ॥ ১। জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং। সরহস্যং

তদঙ্গঞ্চগৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২।৯।৩০ ॥ যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ ॥৩১॥ ১। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ৩২ ॥ ২। ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহং ॥ ৩৪ ॥৪॥ এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৩৫ ॥ এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেন সমাধিনা। ভবান্ কল্প বিকল্পেষু নবিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ ॥ শিক্ষাষ্টকং পঠেৎ ॥ যথা ॥ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণংসাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং। যজ্ঞৈসংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১ ॥ চেতোদর্পণ মার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূজীবনং। আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং, সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং ॥ ২ ॥ নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেনকালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশ-মিহাজনিনানুরাগঃ ॥ ৩ ॥ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪ ॥ ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৫ ॥ অয়িনন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৬ ॥ নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রবৃষায়িতং, শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥ ৮ ॥ আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ ॥ যথাসাধ্যং হরিনাম কুর্য্যাৎ ॥ ইতিপ্রাতঃ কৃত্যং ॥ * ॥ * ॥ * ॥

মধ্যাহ্নকৃত্য।

নদ্যাদৌ প্রবাহাভিমুখঃ পুষ্করিণ্যাদৌ পূর্ব্বাভিমুখঃ স্নানং কুর্য্যাৎ ॥ তীর্থ ব্যতিরেকেণ স্নানজলে তীর্থানি আবাহয়েৎ। তন্মন্ত্রং যথা ॥ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ মনুষ্যকৃত পুষ্করিণ্যাদি স্নানে পঞ্চ পিণ্ড মৃত্তিকোদ্ধরণং কৃত্বা স্নানং কুর্য্যাৎ ॥ ততঃ ॥ গৃহাগমনং কুর্য্যাৎ ॥ ততঃ ॥ চরণামৃত পানং কৃত্বা বিধিবৎ পবিত্রাসনে উপবিশ্য, প্রাঙমুখো উদঙমুখো ভূত্বা, হরিমন্দির-তিলকং কুর্য্যাৎ ॥ তন্মন্ত্রং যথা ॥ ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণ মথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবস্তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং। ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বাম বাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥ তৎপ্রক্ষালন তোয়েণ বাসুদেবন্তুমূর্দ্ধনি ॥ ইতি ॥ প্রয়োগশ্চ। ওঁ কেশবায় নমঃ ইত্যাদি ॥ ততঃ ॥ আচমনং কুর্য্যাৎ ॥ যথা ॥ ওঁ কেশবায় নমঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ

ওঁ মাধবায় নমঃ ইতি মন্ত্রত্রয়ং জপন্, মুক্তাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলী দক্ষিণ করেণ বারত্রয়মাচময়েৎ॥ বৈষ্ণবাচমনং সামর্থয়েৎ কর্ত্তব্যং॥ তদ্যথা॥ ওঁ কেশবায় নমঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ মাধবায় নমঃ ইতি মন্ত্রোচ্চারণে জলং ত্রিঃপীত্বা। ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ দ্বাভ্যাং করৌ প্রক্ষালয়েৎ। ওঁ মধুসূদনায় নমঃ ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ওষ্ঠাধরৌ সংমৃজ্য। ওঁ বামনায় নমঃ ওঁ শ্রীধরায় নমঃ মুখং সংমৃজ্য ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ হস্তৌ প্রক্ষালয়েৎ। ওঁ পদ্মনাভায় পাদয়োঃ কিঞ্চিৎ জলং প্রক্ষিপেৎ। ওঁ দামোদরায় নমঃ মূর্দ্ধনি জলং প্রক্ষিপেৎ। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ পুনর্মুখং মার্জ্জয়েৎ। ওঁ সংকর্ষণায় নমঃ ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ নাসাপুটং স্পৃশেৎ। ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ অক্ষি যুগলং স্পৃশেৎ। ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ ওঁ নৃসিংহায় নমঃ কর্ণৌ স্পৃশেৎ! ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ মস্তকং স্পৃশেৎ। ওঁ হরয়ে নমঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বাহুযুগলং স্পৃশেৎ॥ ইতি॥ ততঃ॥ অঙ্গন্যাসং করন্যাসঞ্চ কুর্য্যাৎ॥ তদ্যথা॥ ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন বল্লভায় কবচায় হুঁ॥ *॥ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্॥ *॥ ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। গোপীজন বল্লভায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ ইতি॥ ততঃ॥ তান্ত্রিকী সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ॥ যথা॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি মন্ত্রে তিনবার শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিবে। তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে ধ্যান করিয়া কামগায়ত্রী দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে॥ তৎপর সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে কামবীজ কামগায়ত্রী দশবার

জপ করিবে॥ তৎপর ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইতি॥ ততঃ॥ প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ॥ তত্থথা॥ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার দক্ষিণ ছিদ্র চাপিয়া ধরিয়া ১৬ বার জপ করিবে, তখন বাম ছিদ্র দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। পরে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামার দ্বারা নাসিকার বাম ছিদ্র চাপিয়া ধরিয়া শ্বাস রুদ্ধ করতঃ ৬৪ বার জপ করিবে। তৎপরে নাসিকার দক্ষিণ ছিদ্র দ্বারা যত্নপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শ্বাস ত্যাগ এবং তখন ৩২ বার জপ করিবে। অশক্ত পক্ষে ৪।১৬।৮ বার তদশক্তে ১।৪।২ বার জপ করিবে। (সবীজ মূলমন্ত্র এবং মন্ত্রবীজ দ্বারা ও প্রাণায়াম হইতে পারে) ইতি ॥ ততঃ ॥ শ্রীগঙ্গাতীরে বৃক্ষলতাদিপরিবেষ্টিতং রত্নপীঠ সহিতং অতিরম্যং শ্রীনবদ্বীপং ধ্যায়েৎ ॥ স্বর্ধুন্যাশ্চারু তীরে স্ফুরিতমতি বৃহৎ কূর্ম্ম পৃষ্ঠাভগাত্রং রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক মহাসদ্মসঙ্ঘৈঃপরীতং নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ প্রণয়ভরলসৎ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তণাঢ্যং শ্রীবৃন্দাবনাটব্যাভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপ মীড়ে ॥ ততঃ ॥ শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রং তদ্বামে শ্রীগদাধরং প্রেমানন্দপ্রদ শ্রীমন্নিত্যানন্দঞ্চ দক্ষিণে পুরোঽদ্বৈতং তথা শ্রীমৎ শ্রীবাসাদিশ্চ চিন্তয়েৎ ॥ তচ্চতুর্দ্দিক্ষু ভক্তমণ্ডল মধ্যে শ্রীগুরুদেবং ধ্যায়েৎ ॥ ধ্যানং যথা ॥ কৃপামরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং গৌররুচিং সনাতনং। শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি শ্বেতাম্ব সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং ॥ততঃ ॥ মানসৈঃ পূজয়েৎ ॥ যথা ॥ আসন প্রদান। স্বাগত বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা। পাদপ্রক্ষালন। তৈলাদি মর্দ্দন। গঙ্গা যমুনা জলে স্নান। পট্টবস্ত্রাদি প্রদান। স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপন। সুগন্ধি চন্দনাদি মর্দ্দন। পাদ্য, অর্ঘ্য,

আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, মাল্য, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীগুরবে নমঃ বলিয়া যথাশক্তি মনে মনে জপ করিবে, পরেস্তুতি বাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে ॥ ইতি ॥ ততঃ॥ পূজোপকরণাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ তদ্যথা ॥ (ইদমাসনং শ্রীগুরবে নমঃ। এতৎ পাদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ। ইদমর্ঘ্যং শ্রীগুরবে নমঃ। ইদমাচমনীয়ং শ্রীগুরবে নমঃ। ইদং স্নানীয়ং শ্রীগুরবে নমঃ [এষ গন্ধঃ শ্রীগুরবে নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পং শ্রীগুরবে নমঃ। এষ ধূপঃ শ্রীগুরবে নমঃ। এষ দীপঃ শ্রীগুরবে নমঃ ॥) এ সমস্ত অর্পণ শ্রীকৃষ্ণ পূজার শেষ প্রসাদাদি, স্নানীয়াদি কৃষ্ণপূজার ভাগ রাখা আবশ্যক হয়] ॥ ততঃ ॥ প্রণমেৎ ॥ যথা অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ততঃ শ্রীবৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ। শ্রীবৃন্দাবনং চতুর্যোজন পরিমিতং তমালাদি নানা বৃক্ষলতাদি শোভিতং। তদুত্তর পূর্ব্বয়োর্যমুনাং সুবর্ণ তট পঙ্কজং ময়ূর কোকিলাদি নানা পক্ষিব্যাপ্তং ধ্যায়েৎ ॥ ততঃ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়েৎ ॥ যথা ॥ ফুল্লেন্দীবর কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গোগোপ-সঙ্ঘাবৃতং গোবিন্দং কল বেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ইতি ॥ ততঃ ॥ মানসৈঃ-পূজয়েৎ ॥ (মানস পূজায় বাহ্য উপচার দ্বারা পূজা হয় না, অপর যে কোন সামগ্রী ইচ্ছা মানসে অর্পণ করা যায় ইতি) যথা ॥ আসনং প্রথমে দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ। অর্ঘ্যং ততঃ পরং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চৈব ততঃ পরং ॥ আচমনং ততো দদ্যাৎ স্নাপয়েত্তু ততঃ পরং। বাসো দদ্যাৎ ততো যজ্ঞোপবীতং ভূষণানিচ ॥

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমোদনমেবচ। মাল্যমালেপনং দদ্যাৎ তুলসীপত্রকানিচ॥ যথাশক্ত্যা জপেন্মন্ত্রং কৃষ্ণরূপং বিচিন্তয়ন। স্তুতি প্রদক্ষিণং কৃত্বা নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ॥ ইতি॥ ততঃ॥ পূজোপকরণেন যথাশক্তি পূজয়েৎ॥ যথা॥ মূলমন্ত্রং উচ্চার্য্য [মূলমন্ত্রং উচ্চার্য্যার্পয়েৎ। প্রয়োগশ্চ ইদমাসনং (মূলমন্ত্রং উচ্চারয়েৎ) ইতি] ইদমাসনং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এতৎ পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ এষ মধুপর্কঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এষ গন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসীদলং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এষ ধূপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এষ দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ নৈবেদ্য নিবেদন বিধিঃ॥ নৈবেদ্য দেবতার সম্মুখে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া ফট্ মন্ত্রে জলাভ্যুক্ষণ দিয়া চক্রমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা নৈবেদ্য রক্ষিত হইল চিন্তা করিবে, মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া তুলসী তদুপরি প্রদান পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া নৈবেদ্য অমৃত হইল এরূপ চিন্তা করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নৈবেদ্যে জল দিবে, পরে এতৎ সোপকরণ-নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া নৈবেদ্যোপরি জল দিয়া দুই হস্তে ধারণ করিয়া "নমো নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" মন্ত্রে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে, তৎপর "শ্রীকৃষ্ণায় এতজ্জলমমৃতোপস্তরণমসি" মন্ত্রে পাদ্যপাত্রে জল দিবে, এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে, তৎপর প্রাণাদি মুদ্রা দেখাইবে। যথা॥ ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপনায় স্বাহা ওঁ ব্যানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া নৈবেদ্য হইতে দৃষ্টি অন্তর করিয়া

"শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিতেছেন" মনে মনে এরূপ চিন্তা করিবে এবং মূল মন্ত্র দশবার জপ করিবে। তৎপর ভোজন সমাধা হইয়াছে চিন্তা করিয়া পানীয় দিবে, ইতি॥ সহজোপায়েন নৈবেদ্য নিবেদন বিধিঃ॥ চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া নৈবেদ্য উপরি তুলসী প্রদান পূর্ব্বক মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ জল দিয়া এতৎ সোপকরণ-নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া অর্পণ করিবে, পরে নৈবেদ্য হইতে দৃষ্টি অন্তর করিয়া মূল মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে। পরে পানীয় ও আচমনীয় দিবে। যথা॥ ইদং পানার্থমুদকং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ এতৎ তাম্বুলং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ অঞ্জলি পাঁচ বার দিবে॥ এতৎ তুলসীদলাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ বলিয়া পাঁচবার দিবে॥ ততঃ॥ প্রণমেৎ॥ নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ততঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদি চন্দন নৈবেদ্যাদীন্ শ্রীরাধায়ৈ নমঃ॥ ততঃ॥ প্রণমেৎ॥ শ্রীরাধায়ৈ নমঃ॥ ততঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদি চন্দন নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ব্বসখীশ্চ যথাশক্তি পূজয়েৎ॥ যথা॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদি চন্দন নৈবেদ্যাদীন্ সর্ব্ব সখীভ্যো নমঃ॥ ততঃ॥ প্রণমেৎ॥ যথা॥ সর্ব্ব সখীভ্যো নমঃ॥ ততঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদি চন্দন নৈবেদ্যাদীন্ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ততঃ॥ প্রণমেৎ॥ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ইত্যাদি॥ ততঃ জপাগ্রে আচমনং কুর্য্যাৎ॥ ওঁ কেশবায় নমঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ মাধবায় নমঃ মন্ত্রেণ জলং ত্রিঃপিবেৎ॥ ততঃ॥ জপেবিনিয়োগ॥ যথা॥ অস্য শ্রীগোপাল-মন্ত্ররাজস্য শ্রীনারদ ঋষিঃ বিরাট ছন্দ শ্রীগোপাল দেবতা শ্রীগোপাল

প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ॥ ততঃ ॥ অঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা ॥ ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈবষট্। গোপীজন বল্লভায় কবচায় হুঁ॥ স্বাহা অস্ত্রায়ফট্ ॥ ততঃ ॥ করন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা ॥ ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। গোপীজন বল্লভায় অনামিকাভ্যাং নমঃ। স্বাহা কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ॥ ততঃ ॥ ধ্যানং ॥ যথা ॥ ফুল্লেন্দীবর কান্তি ইতাদি ॥ ততঃ ॥ মূলমন্ত্রং অষ্টোত্তর শতং জপেৎ ॥ ততঃ ॥ কামগায়ত্রীং দশধাজপেৎ ॥ ততঃ ॥ প্রার্থনং ॥ যথা ॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তমে ॥ ততঃ ॥ চতুঃশ্লোকীয় শ্রীমদ্ভাগবতং পঠেৎ ॥ ততঃ ॥ প্রণমেৎ ॥ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় ইত্যাদি ॥ ততঃ ॥ শ্রীগুরুং প্রণমেৎ ॥ অজ্ঞান ইত্যাদি ॥ ততঃ ॥ পরমগুর্ব্বাদীন্ প্রণমেৎ ॥ ততঃ ॥ পরিক্রমা পূর্ব্বকং প্রণমেৎ ॥ ততঃ ॥ তুলস্যৈ জলং দত্ত্বা ॥ যথা ॥ মন্ত্র। গোবিন্দবল্লভাং দেবীং জগচ্চৈতন্য কারিণীং স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনীং ॥ ততঃ ॥ প্রণমেৎ ॥ তবপত্রে বসেদ্বিষ্ণুঃ তবাঙ্গে সর্ব্ব দেবতাঃ ত্বন্মূলে সর্ব্বতীর্থানি তুলসি ত্বাং নমাম্যহং ॥ ততঃ ॥ চরণামৃত পানং ॥ তন্মন্ত্র যথা ॥ অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং বিষ্ণু-পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥ ততঃ ॥ মহাপ্রসাদ ভক্ষণং ॥ সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণং কুর্য্যাৎ ॥ ইতি মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাপ্তং ॥ * ॥ * ॥

ততঃ ॥ সন্ধ্যায়াং আরাত্রিকদর্শনং। হরিনাম কুর্য্যাৎ ॥ হরিসংকীর্ত্তনাদি শ্রবণং কুর্য্যাৎ ॥ ততঃ ॥ অবকাশ মতে নিত্যলীলাংবিচিন্তয়েৎ। ততঃ। শ্রীকৃষ্ণং স্মরণং কৃত্বা শয়নং

কুর্য্যাৎ ॥ শয়ন মন্ত্রং পঠেৎ ॥ যথা ॥ রামস্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নংতস্য নশ্যতি ॥ ইতি ॥ * ॥ * ॥

উপচার।

পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য।

তিনোপচার—গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য।

সর্ব্বাভাবে—তুলসী ও জল।

এই গ্রন্থবর্ণিত রীতি প্রতিপালন করিয়া আমি শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি সন্নিহিত শ্রীগোবিন্দকুণ্ড তীরে নয় মাস পরিমিত সময় "পুরশ্চরণ" অনুষ্ঠান ব্রত পালন করিয়া বিশেষ উপকৃত লইয়াছিলাম। ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৯ সাল।

শ্রীবৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীব্রজমোহন দাস,

শ্রীনবদ্বীপ-প্রাচীন মায়াপুর :

(নাম যজ্ঞাশ্রম)

গার্হস্থ্যাশ্রমিগণের নিত্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর উপদেশ, যথা—

"প্রভু কহে পুত্রগণ স্থির কর মন।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি আর পঞ্চ মহাযজ্ঞ।
যেই জন নিত্য করে সেই মহাবিজ্ঞ॥
(১) গৃহাঙ্গনে শ্রীতুলসী করিবা স্থাপন।
তুলসী বিহনে গৃহ শ্মশানের সম॥
(২) পরদার পরধনে লোভ না করিবা।
ইথে-ইহ পরকালে যাতনা পাইবা॥
(৩) প্রাণীমাত্রে দয়া রাখি না করিবা হিংসা।
(৪) নিন্দা না করিবা সাধুর করিবা প্রশংসা॥
(৫) নিত্য হরিনাম গুণ করিবা কীর্ত্তন।
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইথে পলায় শমন॥
আর এক কথা মোর স্মরণ রাখিবা।
আত্মসুখ লাগি কোন কর্ম্ম না করিবা॥
কাম্যকর্ম্মে সংসার বাসনা ক্রমে বাড়ে।
এই সূত্রে সংসারে জীব গতাগতি করে॥
কৃষ্ণ সেবা লাগি যদি সংসার করয়।
কর্ম্ম-জন্য পাপপুণ্য ভাগী নাহি হয়॥
অতএব কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা ত্যজিবে।
কৃষ্ণার্থে করিলে কর্ম্ম অভীষ্ট পূরিবে॥"

(২১ অধ্যায়, শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ)

মনঃশিক্ষা গ্রন্থের ৯২ পদে "সাধুসঙ্গের মহিমা" ;
যথা—

"ওরে মন, সাধুসঙ্গ পরম কারণ।
ক্ষণে সাধু সঙ্গ করে, পাপ তাপ দৈন্য হরে,
কৃষ্ণচন্দ্রে করায়ে স্মরণ ॥
কর্ম্মযোগ নানা ধর্ম্ম, সাংখ্যযোগ আদি কর্ম্ম,
তপ-ত্যাগ-বেদপাঠ আদি।
মহাপুর-মহাঘর, কূপ-দীঘি-সরোবর,
ব্রত-দান-পুণ্য নিরবধি ॥
বহু যজ্ঞ করে যত্নে, বহু মান্য ধন রত্নে,
বিবিধ দক্ষিণা সমর্পণ।
সংযম নিয়ম কত, পৃথিবীতে হয় যত,
করে নানা তীর্থ পর্য্যটন ॥
এত রূপে কৃষ্ণ প্রভু, কারো বশ নহে কভু,
সাধু সঙ্গ বিনা কেহ নারে।
সাধুসঙ্গে ভক্ত্যাভাষ, অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সুলভ তাহারে ॥
নারদের সঙ্গ হইতে, ব্যাধ হইলা ভাগবতে,
প্রহ্লাদ শিখিলা গর্ভমাঝ।
পঞ্চম বৎসরের কালে, ধ্রুব সাধিলেন হেলে,
জড়ভরত হইতে রহুরাজ ॥
হরিদাস ঠাকুর সনে, এক বেশ্যা একদিনে,
তিন লক্ষ হরিনাম কৈল।

কি হবে আমার গতি, হেন সাধু সঙ্গ প্রতি,
প্রেমানন্দের মন না ডুবিল ॥”

অতিথি সেবাই গৃহস্থগণের প্রধান ধর্ম্ম।
এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদেশ।

যথা,—

“গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে ॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেও তৃণ জল দিবে মনের সন্তোষে ॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আঃ ১০ম অঃ)

জীবে সম্মান বিষয়ে শ্রীমহাপ্রভু,—

“ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্তকরি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য ধরি ॥
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সভারে প্রণতি।
সে-ই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি ॥”

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩ অঃ)

"কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানি জীবে সম্মান দিবে।'
"প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"

মহাপ্রভুর উপদেশ (চৈঃ চঃ)

—০—

নিন্দা বর্জ্জন সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু,—

"বাহু তুলি জগতেরে কহে গৌর ধাম।
অনিন্দুক হই সবে বোল কৃষ্ণ নাম॥
অনিন্দুক হইয়া সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তাঁরে উদ্ধারিবে হেলে॥
নিন্দায় নাহিক লাভ সবে পাপ লাভ।
অতএব নিন্দা নাহি করে মহাভাগ॥
মদ্যপ-যবনে প্রভু উদ্ধারয়ে হেলে।
পর চর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

—০—

তীর্থ সেবা সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু,—

"ব্রজে যাই রস শাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত তীর্থ সভ তার করিহ প্রচারণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯ পঃ)

———

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত "প্রেম-ভক্তির" অধিকারী নির্ব্বাচন। যথা,—

"এ মন! কি করে বরণ কুল।
যে সে কুলে কেন জনম না হউক,
কেবল ভকতি মূল॥
কপি কুলে ধন্য, বীর হনুমান,
শ্রীরাম-ভকত রাজ।
রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে,
ঈশ্বর-সভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি,
ভুবনে রাখিলা যশ।
স্ফটিক-স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি,
হইয়া যাঁহার বশ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা,
গুহক চণ্ডাল বর।
দেখনা কি কুল, বিদুরের ছিল,
খাইলা হরি তাঁর ঘর॥
বল না কিবা, সাধনা করিলা,
গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচারে, তবে কি করয়ে,
সে হরি যে ভজে তারি॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, সভে অধিকারী,
কুলের গৌরব নাই।

কহে প্রেমানন্দে, যে করে গৌরব,
তার সম মুরখ নাই ॥"

শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুরের 'মনঃশিক্ষা' গ্রন্থের ৭৫ নম্বর পদটী "শ্রীশ্রীহরিনাম গ্রহণ" সম্বন্ধীয় উপদেশ, যথা—

"ওরে মন, কৃষ্ণ সে এ তিন লোক বন্ধু।
জীব নিজ কর্ম্মে বদ্ধ, মায়াতে পড়িয়া অন্ধ,
উদ্ধারিতে করুণার সিন্ধু ॥
নিজ শক্তি গুণ গণ, নামে সব সমর্পণ,
ন্যূনাধিক না করি বিচার।
সদাই হৃদয়ে এই, যে নাম ইচ্ছায় লয়,
যায় হয় যে বর্ণ উচ্চার ॥
নাহি কালাকাল তার, শুচি কি অশুচি আর,
নাম লইতে নিষেধ নাই ইথে।
কি মোর দুর্দ্দৈব হায়, হেন যে দয়ালু পায়,
অনুরাগ না জন্মিল তাথে ॥
ওরে মন পায়ে পড়ি, অসৎ প্রয়াস ছাড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ।
এ বড় সুলভ অতি, নামে যদি কর প্রীতি,
ধন্য প্রেমানন্দের জীবন ॥"

শ্রীশ্রীহরিনামাবলী গ্রহণ বিষয়ে—

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ যথা—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল, অনেক নামের প্রচার॥

খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ)

সমাপ্ত